[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

পেরেইরা। গোলটি পেতে পারতেন মেসি। তার শট প্রথমে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। লেয়ান্দ্রো পারেদেসের কাছ থেকে বল পেয়ে পেরেইরার শট প্রতিপক্ষের একজনের গায়ে লেগে জালে জড়ায়।

৬৭তম মিনিটে স্কোরবোর্ডে নিজের নাম উঠান এমবাপ্পে। মার্কো ভেরাত্তির পাস থেকে বল পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকেই ডান পায়ের বাঁকানো শটে দূরের পোস্ট দিয়ে জালে বল জড়িয়ে দেন এমবাপ্পে।

স্কোরলাইন হয় ৫-১।

বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হলে বড় ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পিএসজি।

২৩ ম্যাচে ১৭ জয় ও ৫ ড্রয়ে পিএসজির পয়েন্ট হলো ৫৬। সমান ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে মার্সেই। এক পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে নিস।

৩২ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে আছে গত আসরের চ্যাম্পিয়ন লিল।

ছোটদের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ভারত

আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে শনিবার রাতে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শিরোপা জয় করেছে ভারত।

এর মাধ্যমে পঞ্চমবারের মত যুব বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলল দেশটি।

এর আগে ২০২০ বিশ্বকাপের ফাইনালেও খেলে ম্যান ইন ব্লুরা। তবে সেবার বাংলাদেশের বিপক্ষে হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। কিন্তু দুই বছর বাদেই ফাইনালে উঠে শিরোপা জয় করল তারা।

এন্টিগায় স্যার ভিভ রিচার্ড স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ইংলিশরা। আর আগে ব্যাট করে ৪৪.৫ ওভার খেলে

মাত্র ১৮৯ রানেই গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড।

জবাবে ভারত ৪৭.৪ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌছে যায়। ম্যাচটিতে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ সমান ৫০ রান করে করেন শেখ রাশেদ ও নিশান সিন্ধু। ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে কম ২৪ রান দিয়ে দুটি উইকেট তুলে নেন জসুয়া বয়ডেন।

এর আগে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যেও ম্যাচটিতে ইংলিশ মিডল অর্ডারের ব্যাটসম্যান জেমস র দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৯৫ রান করেন। ৯৫ রান করতে তিনি খেলেন ১১৬টি বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন লোয়ার অর্ডারের ব্যাটসম্যান জেমস জেলস। তিনি ৬৫ বল খেলে ৩৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

দলের ওপেনার ও মিডল অর্ডারের অন্য ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হওয়ায় ইংল্যান্ড অল্পতেই থামে।

ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৫টি উইকেট তুলে নেন রাজ বাওয়া। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪টি উইকেট নেন রবি কুমার। এই দুইজনের বোলিং তোপেই কুপোকাত হয় ইংলিশরা।

মাত্র ৩১ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেওয়ায় ফাইনালে ম্যান অব দি ম্যাচের পুরষ্কার জিতেছেন রাজ বাওয়া।

বেইজিংয়ে পর্দা উঠল শীতকালীন অলিম্পিকের

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের আতশবাজির রঙিন আলোয় এবং জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠেছে শীতকালীন অলিম্পিকের।

শুক্রবার সন্ধ্যায় চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান টমাস বাখ আইকনিক বার্ডস নেস্ট স্টেডিয়ামে প্রবেশের পর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

শীতকালীন এ ক্রীড়া আসর শুরু হয়েছে চীনা পঞ্জিকা অনুযায়ী বসন্তের

প্রথম দিন। এ ঋতুর আবহ বোঝাতেই উজ্জ্বল সবুজ ডালপালার মধ্যে নৃত্য দিয়ে শুরু হয় পরিবেশনা। এর পর সাদা ও সবুজ আতশবাজিতে ফুটিয়ে তোলা হয়।

বরফের মত সাদা ত্রিমাত্রিক একটি কিউবে লেজারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হল হয়ে যাওয়া ২৩টি শীতকালীন অলিম্পিকসের ছবি। তারপর আইস হকি খেলোয়াড়রা এসে ভেঙে ফেললেন সেই কিউব। বেরিয়ে এল অলিম্পিকসের পাঁচটি রিং, বরফের মতই সাদা।

উদ্বোধনীয় অনুষ্ঠানে বিশ্বের ৯১ দেশ থেকে আসা ক্রীড়াবিদরা অংশ নেয়। প্রতি দলের সামনে থাকেন একজন চীনা তরুণী। দেশের নাম লেখা যে প্ল্যাকার্ড তিনি বহন করছিলেন, সেটাও বানানো হয়েছে তুষারকণার প্রতীকী রূপে।

এর আগে বেইজিং ২০০৮ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজন করে। এবার শীতকালীন অলিম্পিক আয়োজন করে প্রথম দেশ হিসেবে দুটি অলিম্পিক আয়োজনের অনন্য রেকর্ড গড়ল তারা।

২০১৫ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ১২৮তম সভায় চীনকে শীতকালীন অলিম্পিক আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এবারের অলিম্পিকে মোট ১০৯টি ইভেন্টে ২৯০০ অ্যাথলেট অংশ নেবেন। এদের মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ৫৮১ জন এবং নারী অ্যাথলেট রয়েছেন ১ হাজার ২৯০ জন। তবে বাংলাদেশের কোনো অ্যাথলেট অংশ নিচ্ছেন না এতে। আসর চলবে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৫টি ভিন্ন ডিসিপ্লিনে মোট ১০৯টি মেডেল ইভেন্ট থাকছে এই আসরে।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্দা নামবে এ অলিম্পিকের।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিষিদ্ধ পাকিস্তানের হাসনাইন

অবৈধ বোলিং অ্যাকশনের কারণে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে পারবেন না পাকিস্তানের পেসার মোহাম্মদ হাসনাইন। বিগ ব্যাশে প্রশ্নবিদ্ধ

হওয়া হাসনাইনের বোলিং অ্যাকশন পরীক্ষার পর অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে চলমান পিএসএলেও আর খেলা হচ্ছে না এ বোলারের। খবর ইএসপিএন।

ইএসপিএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২ জানুয়ারি বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডারের পক্ষে হাসনাইনের অভিষেক হয়। সাকিব মাহমুদের পরিবর্তে সুযোগ পান তিনি।

অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে ম্যাচে বিগ ব্যাশে নিজের প্রথম ওভারেই ৩ উইকেট শিকার করেন হাসনাইন। সেই ওভারটিও ছিল মেডেন। সেই ম্যাচে ২০ রানে ৩ উইকেট পান হাসনাইন। অভিষেক ম্যাচেই ভালো বল করেন তিনি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, হাসনাইন বিগ ব্যাশে মাত্র পাঁচ ম্যাচ খেলেছেন। শিকার করেছেন ৭ উইকেট। এর পরই তার বোলিং অ্যাকশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন ম্যাচের দায়িত্বরত আম্পায়াররা। ফলে পাকিস্তানে ফিরে যান তিনি।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ল্যাবরেটরিতে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দেন হাসনাইন। সেই পরীক্ষায় দেখা গেছে, তার বোলিং অ্যাকশন অবৈধ।

বর্তমানে হাসনাইন পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলছেন। ৮.৪৪ ইকোনমিক রেটে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

আইসিসির নিয়মানুযায়ী, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) চাইলে হাসনাইনকে ঘরোয়া ক্রিকেটে বোলিং করার অনুমতি দিতে পারত। কিন্তু আগেও এমন ঘটনায় পিসিবি ঘরোয়া ক্রিকেটেও বোলিং করার অনুমতি দেয়নি এবং হাসনাইনের ক্ষেত্রেও তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি।

ফলে চলমান পিএসএলে আর খেলা হচ্ছে না তার। হাসনাইন এখন একজন স্থানীয় কোচের অধীনে তার বোলিং অ্যাকশন শুধরানোর জন্য কাজ করবেন।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত

যশ ধুলের দুরন্ত শতরান এবং শেখ রশিদের ৯৪ রানে ভর করে অস্ট্রেলিয়াকে ৯৬ রানে উড়িয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে চলে গেল ভারত।

আগামী শনিবার তারা ফাইনাল খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রথমে ব্যাট করে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৯০ তুলেছিল ভারত। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ১৯৪ রানেই গুটিয়ে যায়।

বুধবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতের অধিনায়ক যশ ধুল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের দাপটে শুরুতে বিপদে পড়ে যায় ভারত।

ছন্দে থাকা অঙ্গক্রিশ রঘুবংশীকে ৬ রানে ফিরিয়ে দেন উইলিয়াম। ৩৭ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট হারায় ভারত। এবার ফেরেন হার্নুর সিংহ (১৬)। এর পর হাল ধরেন সহ-অধিনায়ক শেখ রশিদ এবং অধিনায়ক যশ।

তৃতীয় উইকেটে ২০৪ রানে জুটি গড়েন দু’জনে মিলে। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের উপর শাসন করতে থাকেন তারা।

তবে ৪৬তম ওভারে পরপর দুই বলে দু’জনকেই ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে কিছুক্ষণের জন্য ম্যাচে ফেরান জ্যাক নিসবেট।

দুরন্ত খেলে ১০টি চার এবং একটি ছক্কার সাহায্যে ১১০ বলে ১১০ রান করে ফিরে যান যশ। এবং ১০৮ বলে ৯৪ করেন রশিদ।

শেষ চার ওভারে ভাল খেলে ভারতের রান বাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে রয়েছেন নিশান্ত সিন্ধু (১০ বলে অপরাজিত ১২) এবং দীনেশ বানা (৪ বলে অপরাজিত ২০)।

তিন রানের মাথায় টিগ উইলিকে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ঝটকা দেন রবি কুমার।

দ্বিতীয় উইকেট বড় জুটি গড়ার দিকে এগোচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার

ক্যাম্পবেল কেলাওয়ে এবং কোরে মিলারকে।

দু’ওভারের ব্যবধানে দু’জনেই ফিরে যান। শুরু হয় ভিকির স্পিনের জাদু। ১০ ওভারে ৪২ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

প্যারাগুয়ের জালে ব্রাজিলের গোল উৎসব

ম্যাচজুড়ে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে অসাধারণ জয় উপহার দিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।

প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল তিতের দল। গোলও পেয়েছে একের পর এক।

বাংলাদেশ সময় বুধবার সকালে ব্রাজিলের বেলো হরিজন্তেতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তিনটি গোল করেন রাফিয়ান, ফিলিপে কৌতিনিয়ো ও আন্তোনি। শেষ গোলটি করেন রিয়েল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার রদ্রিগো।

আগের ম্যাচে একুয়েডরের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছিল ব্রাজিল।

প্যারাগুয়ের পরাজয়ের ফলে কাতার বিশ্বকাপে তাদের খেলার আশা শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকে অন্যতম ফেভারিট ব্রাজিলের অবস্থান আরও দৃঢ় হয়েছে।

ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বের পর্বে ১৫টি খেলায় কোনো পরাজয় ছাড়াই শীর্ষে রয়েছে এবং বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ৬১টি ম্যাচে তাদের অপরাজিত থাকার রেকর্ড করলো ব্রাজিল।

ধোনিকে নিয়ে ফের বিতর্কিত মন্তব্য হরভজনের

মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে ফের মুখ খুললেন হরভজন সিং। তিনি বলেছেন, ধোনির সঙ্গে তার কোনো বিরোধ বা কোনো অভিযোগ নেই। ধোনি তার ভাল বন্ধু।

৪১ বছর বয়সি হরভজন গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন হরভজন। তবে এই অফ স্পিনার মনে করেন তিনি বিসিসিআই-এর সমর্থন পাননি। সেই কারণেই তাকে অনেক আগে খেলা থেকে বিরতি নিতে হয়।

মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাপারে তার কি কোনো অভিযোগ আছে?

হরভজন বলেন, আমি তো ধোনিকে বিয়ে করিনি! ধোনির বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। বরং এত বছর ধরে আমরা দুজনে ভাল বন্ধু। বিসিসিআই-এর কাছে আমার অভিযোগ আছে। যাকে আমি সেই সময়ের সরকার বলি। সেই সময়ের নির্বাচকরা তাদের কাজের প্রতি সুবিচার করেননি।

তিনি আরও বলেন, যখন দলে অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা ভাল পারফর্ম করছে, তখন দলে নতুন ছেলে আনার কী দরকার ছিল? একবার আমি নির্বাচকদের কাছে সেটা নিয়ে বিরোধিতা করেছিলাম এবং তারা বলেছিল ‘এটা আমাদের হাতে নয়’। উত্তরে আমি তাদের বলেছিলাম তাহলে আপনি আবার কিসের নির্বাচক।

নাদালের ইতিহাস

প্রথম সেটে পাত্তাই পাননি রাফায়েল নাদাল। দ্বিতীয় সেটে ৪-১ গেমে এগিয়ে গিয়েও হারলেন টাইব্রেকারে। ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন তখন যেন দূর আকাশের তারা। কিন্তু খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে স্পেনের ‘এল

ম্যাটাডর’ মেলে ধরলেন অভিজ্ঞতার সব রসদ।

প্রত্যাবর্তনের রূপকথা লিখে গড়লেন নতুন ইতিহাস। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের রবিবাসরীয় ফাইনালে রোমাঞ্চকর, শ্বাসরুদ্ধকর, অবিশ্বাস্য এক লড়াইয়ের সাক্ষী হলো টেনিসবিশ্ব। ৫ ঘণ্টার ২৪ মিনিট স্থায়ী মহাকাব্যিক লড়াইয়ে রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভকে ২-৬, ৬-৭ (৫/৭), ৬-৪, ৬-৪, ৭-৫ গেমে হারিয়ে ক্যারিয়ারের ২১তম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা উঁচিয়ে ধরলেন ৩৫ বছর বয়সি নাদাল।

রজার ফেদেরার ও নোভাক জোকোভিচকে ছাড়িয়ে পুরুষ এককে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডটি একান্ত নিজের করে নিলেন স্প্যানিশ মহাতারকা। এতদিন তিনজনের ঝুলিতেই ছিল সমান ২০টি করে গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি।

ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন মেদভেদেভ গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে হেরেছিলেন জোকোভিচের কাছে। এবার প্রথম দুই সেট জিতেও ফের স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশায় পুড়তে হলো তাকে। এবার পাঁচ সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে পরতে পরতে ছিল উত্তেজনা। শুরুটা নড়বড়ে হলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নাদাল হয়ে ওঠেন বিধ্বংসী।

তিন মাস আগেও চোটের থাবায় ক্যারিয়ার শেষের শঙ্কা জেগেছিল যার মনে সেই নাদালই কাল শারীরিক-মানসিক সব বাধা টপকে ফেটে পড়লেন ইতিহাসের নতুন চূড়ায় পা রাখার উল্লাসে।

১৩ বছর পর আবারও বসলেন মেলবোর্নের মসনদে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এটি নাদালের দ্বিতীয় শিরোপা। প্রথমটি জিতেছিলেন সেই ২০০৯ সালে। মেলবোর্নে দ্বিতীয় বাছাই মেদভেদেভের প্রথমের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে চার গ্র্যান্ড স্লামের প্রতিটিই একাধিকবার করে জেতার রেকর্ডও হয়ে গেল নাদালের। ২১ গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফির ১৩টিই তিনি জিতেছেন নিজের দুর্গ ফরাসি ওপেনে। এছাড়া চারবার ইউএস ওপেন ও দুবার জিতেছেন উইম্বলডন।

পুরুষ এককে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লাম জয়

রাফায়েল নাদাল ২১টি

রজার ফেদেরার ২০টি

নোভাক জোকোভিচ ২০টি

পিট সাম্প্রাস ১৪টি

ভারতের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশ যুবাদের

প্রথমে ব্যাট করে ১১১ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ যুবারা। শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা মুছে গেল বাংলাদেশের। গত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ছিল টাইগার যুবারা।

এবারও আশা ছিল তেমন কিছুর। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের কাছে হেরে হয়েছে স্বপ্নভঙ্গ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমা আর থাকছে না বাংলাদেশের যুবাদের।

শনিবার রাতে অ্যান্টিগায় রাকিবুল হাসানের দল ভারতের কাছে হেরেছে ৫ উইকেটের ব্যবধানে।

আগে ব্যাট করে ১১১ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। জবাব দিতে নেমে ১১৫ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

এদিন ভারতের বিপক্ষে শুরু থেকেই ধুঁকতে থাকে জুনিয়র টাইগাররা। দলীয় মাত্র ১২ রানের মধ্যে দুই ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম ও ইফতেখার হোসেনের উইকেট হারিয়ে ফেলে টাইগাররা। মাহফিজ ২ ও ইফতেখার ১ রান করে রবি কুমারের বলে আউট হন।

সেই যে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয় পড়ে টাইগাররা। এরপর আর সেখান থেকে ওঠে দাঁড়াতে পারেনি তারা।

পরে ব্যাট করতে আসা প্রান্তিক নাবিল ৭, আইচ মোল্লা ১৭, আরিফুল ইসলাম ৯, ফাহিম ০ ও অধিনায়ক রকিবুল হাসান ৭ রান করে ফেরেন।

এরপর দলের কিছুটা হাল ধরেন মেহরাব। তিনি ৪৮ বল খেলে ৩০ রান করেন। দলের সর্বোচ্চ রান আসে তার ব্যাট থেকেই। এছাড়া আশিকুর জামান ১৬ ও তানজিম হাসান ২ রান করে আউট হন। ২ রান করে অপরাজিত থাকেন রিপন মণ্ডল।

ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট তুলে নেন রবি কুমার। তিনি মাত্র ১৪ রান দিয়ে উইকেটগুলো নিজের ঝুলিতে পুড়েন। ২৫ রান খরচায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুটি উইকেট তুলে নেন ভিকি ওসওয়াল।

সাকিবের মুখে হাসি ফোটালেন বোলাররা

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার দিনের প্রথম ম্যাচে খুলনা টাইগার্সকে ১৭ রানে হারিয়েছে ফরচুন বরিশাল।

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৪১ রানে থামে বরিশাল। কিন্তু এই অল্প রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১২৪ রানে গুটিয়ে যায় খুলনা। ফলে দুর্দান্ত জয় তুলে নেয় বরিশাল।

এ ম্যাচটির আগে টানা দুটি ম্যাচে হারে সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। আর টানা দুটি ম্যাচে হারায় পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে চলে যায় তারা।

আজও অল্প রান করার পর মনে হয়েছিল বরিশাল হয়তো টানা তৃতীয় ম্যাচে হারবে। তবে সেটি হয়নি। বোলাররা তাদের কাজটি ঠিক মতো করে দলকে জয় এনে দিয়ে অধিনায়ক সাকিবের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

বরিশালের দেয়া ১৪২ রানের টার্গেটে প্রথমেই হোঁচট খায় খুলনা। বরিশালের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলা মুজিব উর রহমান নিজের প্রথম ওভারেই দুটি উইকেট তুলে নেন।

এরপর মেহেদি হাসান রানা ১৭ রানে চারটি উইকেট তুলে নেন। এতে করে খুলনা আর লক্ষ্যে পৌছোতে পারেনি।

ম্যাচটিতে খুলনার হয়ে ৩৬ বল খেলে সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন মুশফিকুর রহিম। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ বলে ২৩ রান করেন ইয়াসির আলী।

অন্যদিকে বরিশালের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন ক্রিস গেইল। তিনি

৩৪ বলে এই রান করেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন তৌহিদ রিদয়।

খুলনার হয়ে বোলিংয়ে দুটি করে উইকেট তুলে নেন কামরুল ইসলাম রাব্বি, থিসারা পেরেরা ও ফরহাদ রেজা।